NOV. 27 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ০২ কলাম ......

বিদেশে উচ্চতর শিক্ষায় অধ্যয়নরত সরকারী কর্মকর্তাদের কোর্স শেষ না করেই দেশে ফেরার নির্দেশ

আহমেদ দীপু

বিদেশে উচ্চ শিক্ষায় অধ্যয়নরত সরকারী কর্মকর্তাদের কোর্স শেষ না করেই দেশে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় পাঠানো "পরিকল্পনা প্রণয়নে সামর্থ্য বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে অধ্যয়নরত ৬৫ কর্মকর্তা বিপাকে পড়েছেন। শিক্ষামূলক প্রকল্পটি পর্যালোচনা শেষে এসব কর্মকর্তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়ায় পড়াশোনা শেষ না করেই তাঁদের ফিরে আসতে বলা হয়েছে। এতে প্রতি কর্মকর্তার জন্য জমা দেয়া কোর্স ফীর টাকা গচ্চা যাবে এবং বিদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে।

বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসের মেধাবী কর্মকর্তাদের ভিতর থেকে পিএইচডি বা এমএস করানোর জন্য ৬৮ জনকে অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং থাইল্যান্ডের এআইটিতে পাঠানো হয়। তিন বছর মেয়াদের শিক্ষাজীবন শেষ করার জন্য এসব কর্মকর্তার অধিকাংশ ১৯৯৯ সালে সরকারী চাকরি থেকে শিক্ষাছুটি নিয়ে বিদেশে যান। আগামী দু'তিন মাসের মধ্যেই প্রায় ৫০ কর্মকর্তার কোর্স শেষ হয়ে যাবে। এর পর তাঁরা সনদপত্র নিয়ে দেশে ফিরে আসবেন। আবার কয়েকজনের মেয়াদ শেষ হবে দু'হাজার তিন সালে। প্রত্যেকের কোর্স ফী জমা দেয়া হয়ে গেছে। প্রতি তিন থেকে ছ'মাস পর পর এঁদের থাকা-খাওয়াসহ অন্যান্য খরচের টাকা বৈদেশিক মুদ্রায় পাঠানো হচ্ছে। নবেম্বর-ডিসেম্বর মেয়াদের টাকা পাঠানোর ব্যাপারে অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট ফাইল অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। এর পর প্রকল্পটি পর্যালোচনার নির্দেশ দেয়া হয়। পর্যালোচনা শেষে টাকা পাঠানো বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়ে কর্মকর্তাদের দেশে ফিরে আসার কথা বলা হয়। অর্থনৈতিক মন্দার বিষয়টি সামনে রেখে এ প্রকল্পের বিপরীতে অর্থ ছাড় বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু জানা গেছে, বাস্তবে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় গৃহীত প্রকল্প এবং এর মাধ্যমে দলীয় কর্মকর্তাদের পাঠানো হয়েছে বলে সরকার এই অর্থছাড় না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সরকারী কর্মকর্তাদের উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্যে বিদেশ পাঠানোর ব্যাপারে দাতা সংস্থাসমূহের অনুদান বা সহায়তা বন্ধ রয়েছে। অতীত সরকারগুলো দাতাদের অর্থায়নে প্রশিক্ষণ বা ডিগ্রী নিয়ে ফেরার পর ঐ কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট শাখায় পদায়ন না করে ভিন্ন স্থানে পোস্টিং দেয়। এতে প্রশিক্ষণ কোন কাজে আসে না বিধায় দাতারা এ ধরনের খাতে সহায়তা দেয়া বন্ধ রেখেছে। এ অবস্থায় ১৯৯৮ সালে তৎকালীন সরকার "পরিকল্পনা প্রণয়নে সামর্থ বৃদ্ধি" শীর্ষক পাঁচ বছর মেয়াদের একটি প্রকল্প হাতে নেয়। এর জন্য বরাদ্দ দেয়া হয় ৩৩ কোটি টাকা। উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্প থেকে কিছু করে অর্থ নিয়ে সরকার ঐ প্রকল্পের অর্থ যোগান দেয়। এই প্রকল্পের অধীনে উচ্চ শিক্ষার জন্য

কারণ এঁদের পাঠিয়েছিল আওয়ামী সরকার!

কর্মকর্তাদের পাঠানোর লক্ষ্যে পরিকল্পনা সচিব ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সদস্যদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়। গত তিন বছরে এই কমিটির মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসের ভিতর সবচেয়ে মেধাবীদের মনোনয়ন দিয়ে পাঠানো হয়। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে অধ্যয়নরতদের জন্য এই প্রকল্প থেকে ১১ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। অবশিষ্ট রয়েছে ২২ কোটি টাকা। সেখান থেকেই অর্থ ছাড় করানোর ব্যাপারে অনুমোদনের লক্ষ্যে ফাইল অর্থ মন্ত্রণালয়ে যায়, আর সরকার নতুন করে সিদ্ধান্ত নিয়ে টাকা পাঠানো বন্ধ করাসহ অধ্যয়নরতদের দেশে ফিরে সরকারী কাজে যোগদানের উদ্দেশ্যে রিপোর্ট করতে বলা হয়। অথচ ১৯৯৮ সালে প্রকল্পটি একনেকের বৈঠকের মাধ্যমে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন নেয়া হয়েছিল। সেই প্রকল্প থেকে টাকা ছাড় না করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন অর্থমন্ত্রী। এ অবস্থায় সরকারের অভ্যন্তরের শৃঙ্খলা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আর পড়াশোনা শেষ না করে দেশে ফিরে আসার কারণে বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে।